সেই অমিয় বাণী

যার ভিতর লুক্কায়িত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান।

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

সেই অমিয় বাণী যার ভিতর লুক্কায়িত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান।

আমার লিখিত এই অমিয় বাণী উৎসর্গ করিলাম - যুগে যুগে নূরে মোহাম্মাদীর তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তাকারী পবিত্র আত্মাগণের প্রতি-

যাদের রক্তে লিখা তাওহীদের গান,
যাদের নিশ্বাসে জ্বলে আল্লাহর নাম,
যারা আঁধার ভেদে জ্বালায় নূরের দিশা,
নবীর ভালোবাসায় হারায় সব দিশা।

আত্মার গীতা

আশ্রয় চাহি আল্লাহর যেন শয়তান দূরে রয়!
শুরু করিলাম আল্লাহর নামে দয়ালু করুণাময়!

হে মানব, কেন তব মনে ভয়?
দেহ তো মাটি, আত্মা তাঁর অজয়।
মৃত্যু নহে শেষ, সে কেবল দ্বার,
যাহা পেরোলে পাই পরম পার।

জীবন ক্ষণিক, তবু নহে বৃথা,
কর্মেই লুকায় মুক্তির কথা।
কর্ম করো, ফল রাখো না মনে,
ফল দিবে যিনি, তিনি রবে গোপনে।

যাহা হারাও, তাহা তাঁরই লীলা,
যাহা পাও, তাহা তাঁরই দানসীলা।
দুঃখে কেঁদো না, সুখে ফুলিও না,
সবই নিয়তি, কভু ভুলিও না।

অহংকার ত্যজো, করো বিনয়,
বিনয়েতেই লুক্কায়িত ঈমানের জয়।
যে নিজেকে জানে, সে জানে তাঁহারে,
যিনি রয়েছেন অন্তরে, বাহিরে, অপারে।

রাগ ত্যজে যেই, ক্রোধে নহে দগ্ধ,
তারই প্রাণ হয় নূরে উত্তপ্ত।
ক্ষমায় যাহা পায়, সে সত্য ধনী,
তারই হৃদয়ে রহে আরশে গনি।

আত্মা অমর, দেহ ক্ষয়প্রবণ,
প্রাণের উৎস এক, সেই পরম ধন।
যাহা ঘটিবে, লিখিত রহে,
রবের আদেশে জগৎ বহে।

মিথ্যা বলো না, অন্যায় করো না,
আল্লাহ বিনে কারো ভয় হৃদয়ে ভরো না।
যে সত্যে থাকে, সে শান্তি পায়,
যে মিথ্যা বলে সে নিজ আত্মা জ্বলায়।

লোভে মন রাখিও না জড়িত,

তাহা করে আত্মা হয় ক্ষীণচিত্ত।
যে ধৈর্য ধরে, সে সফল হয়,
আল্লাহ তার সঙ্গী সদা সর্বদা রয়।

নফসের দাস হইও না কভু,
নফসই শত্রু, বিনাশকারী প্রভু।
যে নিজের মন করে জয়,
তাহার চিত্তে আল্লাহ রয়।

যে ক্ষমা করে, সে মহৎ প্রাণ,
তার মুখে জ্বলে করুণাধন।
যে করে গরিবে প্রেম ও দয়া,
হৃদয়ে আচ্ছাদিত তাহার রবের ছায়া।

কর্মের পথে রাখো দৃঢ় পা,
রবের নামে মুছুক হৃদয়ের সব ঘা।
দুনিয়া ক্ষণিক, পরকাল চির,
এ জীবন কেবল পরীক্ষার নীর।

যে কষ্টে হাসে, সে ধন্য ধন,
আল্লাহ ভালোবাসে তাহার মন।
যে দেয়, সে পায়, যে নেয়, সে হারায়,
এ জগৎ এমনই বিধানে চলে যায়।

আল্লাহ এক, তিনিই নাথ,
তাঁহার ইচ্ছা সর্বসাথ।

যে তাঁহারে ভালোবাসে উজার করে প্রাণ,
সে মুক্তি পায়, প্রাপ্ত হয় নির্বাণ।

রাগে নয়, প্রেমে করো জয়,
প্রেমই ভক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি রয়।
যে প্রেমে স্বার্থ নাই, সে প্রেম মহান,
নিষ্কাম ভালোবাসাই প্রভু প্রাপ্তির আ-ন।

জিকিরে রাখো শ্বাসের তান,
তাহাতে গায় আত্মা গান।
‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ সে ধ্বনি,
মুক্তি দেয় যে অমিয় বাণী।

নামাজে ফেলো নয়নধারা,
তাহাতেই মেলে নূরের ধারা।
প্রভুর স্মরণে রাখো প্রাণ,
তাহাতেই লুক্কায়িত চির জ্ঞান।

কুরআন, তাওরাত, গীতা, ইনজিল,
সবই বলে এক ঈশ্বরের মীল।
সব ধর্মের মূল এক সুর,
‘‘তিনিই আল্লাহ, তিনিই পরম নূর।’’

যে বিনয়ী, সে প্রিয়তম জন,
যে গর্বে ভরে, তার হারায় মন।
ইলম যত বাড়ে, তত বাড়ে ভয়,

কারণ জ্ঞানই জানে, কে সত্য রয়।

হে মানব, মনে রাখো এ বাণী,
কর্মে রেখো রবের ধ্বনি।
যে নিজেকে হারায় তাঁর প্রেমে,
সে-ই পায় আশ্রয় অনন্ত ধামে।

সত্যে থাকো, তাওহীদ মানো,
তব হৃদয়েই জন্নাত জানো।
প্রেম করো, দয়া করো প্রাণে,
সৃষ্টি অস্তিত্ব পায় এক স্রষ্টার দানে।

যে ত্যাগে, সে পায়, যে চায়, সে হারায়,
যে ধৈর্য রাখে, সে নূর পায়।
যে প্রভুর নাম ধ'রে চলে,
তাহার প্রাণে নূর জ্বলে।

শেষে একদিন ফিরিবে তুমি,
সেই প্রভুর সিংহাসনে নামি।
ধূলির দেহ রাখি পিছে,
নূরের দেশে যাব যেথা মিশে।

সেথা না আছে ভয়, না ক্ষয়,
তাঁহার ছায়ায় চিরানন্দময়।
যে প্রাণ আজ তাঁহায় রত,
সে-ই পায় চিরশান্তির শত।

নিঃশেষ হলে সংসার ধূলি,
রবে কেবল প্রেমের কূলি।
তাঁহার সান্নিধ্যে মিলিবে প্রাণ,
তাঁহারই নূরে লভিবে জ্ঞান।

তাঁহার দিশায় চলি নিরন্তর,
সেথায়ই জয়, সেথায়ই ঘর।
শেষে মিশিবে প্রাণের তীর,
তাঁহার সাগরে, অনন্ত নীর।